উন্নয়নের অভিযাত্রায় অদম্য বাংলাদেশ

সাফল্যের ১০ বছর

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

১৪ জুন ১৯৭৫ সালে
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভু-কেন্দ্র উদ্বোধনের মাধ্যমে বহিঃবিশ্বের সাথে বাংলাদেশের সংযোগ স্থাপিত হয়।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

২০২১ সালে আমাদের দেশ হবে "ডিজিটাল বাংলাদেশ"। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সাশ্রয়ী, সর্বজনীন ও নির্ভরযোগ্য টেলিযোগাযোগ এবং ডাক সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য এ খাতের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো সুবিধা দেশব্যাপী বিস্তৃতির মাধ্যমে দেশের প্রতিভাবান তরুণ ও আগ্রহী উদ্যোক্তাদের সর্বতোভাবে সহযোগিতা করণের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ। এ বিভাগের বিভিন্নমুখী কর্মতৎপরতার ফলে তৈরি হচ্ছে উদ্যোক্তা, বাড়ছে কর্মসংস্থান, ঘটছে টেলিযোগাযোগ খাতের বিকাশ, বৃদ্ধি পাচ্ছে রপ্তানি আয়। এ খাতের সাফল্য এখন ঈর্ষণীয়।

১. আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংস্কার।
   - বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০০৯।
   - বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০১০)।
   - পোস্ট অফিস আইন, ১৮৯৮ (সংশোধিত ২০১০)।
   - আন্তর্জাতিক দূরপাল্লার টেলিযোগাযোগ সেবা নীতিমালা, ২০১০।
   - ব্রডব্যান্ড নীতিমালা, ২০০৯।
   - মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বিধিমালা, ২০১৩।

২. টেলিযোগাযোগ খাতে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার।
   - মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ গঠন (২০১৩)।
   - টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর গঠন (২০১৫)।
   - বাংলাদেশ কমিউনিকেশন্স স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড গঠন (২০১৭)।

৩. টেলিযোগাযোগ খাতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও নতুন প্রযুক্তির অভিযোজন।

৪. টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা।

৫. টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ও সেবার আওতা বৃদ্ধি।

৬. টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি উৎপাদনে দেশীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি।

৭. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

৮. সাশ্রয়ী ও উন্নত মানের সেবা নিশ্চিতকরণ।

৯. আন্তর্জাতিক সংস্থায় পদচারণা।

— ২০১০ সালে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) কাউন্সিল নির্বাচনে প্রথম বারের মতো বাংলাদেশ সদস্যপদ অর্জন করে।

— ২০১৪ সালে কোরিয়া প্রজাতন্ত্রে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) কাউন্সিল নির্বাচনে বাংলাদেশ দ্বিতীয় মেয়াদে কাউন্সিল সদস্য দেশ হিসেবে পুনঃনির্বাচিত হয়েছে।

— ২০১৪ সালে ঢাকায় Commonwealth Telecommunications Organizations এর Forum সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।

— ২০১৬ সালে ঢাকায় South Asian Telecommunication Regulator's Council (SATRC) এর ১৭তম সভার আয়োজন করা হয়েছে।

— ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত UPU Postal Congress, 2016-এ বাংলাদেশ Postal Operations Council (POC) এর সদস্য পদে নির্বাচন করে জয়লাভ করেছে।

— Asian Pacific Postal Union (APPU) এর Postal Financial Services Working Group-এ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে। একই সাথে Supply Chain Working Group-এর সদস্য মনোনীত হয়েছে।

— গ্রামীণ জনগণের নিকট বহুমাত্রিক ডিজিটাল সেবা পৌঁছে দেয়ার স্বীকৃতিস্বরূপ এশিয়ান-ওশেনিয়ান কম্পিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অর্গানাইজেশন (ASOCIO) হতে ASOCIO-2017 Digital Government Award প্রাপ্তি।

— eAsia Award প্রতিযোগিতায় এশিয়া প্যাসিফিক কাউন্সিল ফর ট্রেড ফেসিলিটেশন অ্যান্ড ইলেকট্রনিক বিজনেস (এএফএসিটি)-এর নিকট হতে ই-কমার্স সেবা সংশ্লিষ্ট Postal Cash Card: Banking for Unbanked People- এর জন্য রৌপ্য পদক প্রাপ্তি।

— ৯৮৮৬টি ডাকঘরের মধ্যে ৮৫০০টি ডাকঘরকে পোস্ট ই-সেন্টার-এ রূপান্তরের জন্য দ্য ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সার্ভিসেস অ্যালায়েন্স (ডব্লিউআইটিএসএ)-এর Digital Opportunity Category-তে মেরিট অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তি।

উন্নয়নের অভিযাত্রায়
অদম্য বাংলাদেশ

Digital Bangladesh

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)

১। ২০০২ সালের ৩১শে জানুয়ারি বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা এবং টেলিযোগাযোগ সেবার উন্নয়ন ও দক্ষ নিয়ন্ত্রণের নিমিত্তে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) যাত্রা শুরু করে। মোবাইল ফোন, ইন্টারনেটসহ নানাবিধ সম্প্রসারিত সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে বিটিআরসি বিভিন্ন প্রকারের লাইসেন্স/অনুমতি পত্র/ছাড়পত্র ইস্যু করেছে ও প্রতিনিয়ত করছে। ২০০৯ সালের ৬১৪ টি লাইসেন্স এর বিপরীতে ২০১৮ সালে কমিশন থেকে ২৮ ক্যাটাগরিতে ২৭১১ টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। মোবাইল ফোন অপারেটর, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রভাইডার, স্যাটেলাইট অপারেটর এবং সাবমেরিন কেবল অপারেটর লাইসেন্স প্রভৃতি অন্যতম।

২। বাংলাদেশে তরঙ্গ বা স্পেকট্রাম কমিশন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ২০১৩ সালে মোবাইল ফোন অপারেটরদেরকে তৃতীয় প্রজন্মের (3G) লাইসেন্সসহ ২১০০ মেগাহার্জ ব্যান্ড থেকে তরঙ্গ নিলামের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায়, ২০১৮ সালে দ্রুত গতির মোবাইল ইন্টারনেট সেবা প্রদানের জন্য ৪র্থ প্রজন্মের (4G) টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির লাইসেন্স প্রদানসহ ১৮০০ ও ২১০০ মেগাহার্জ ব্যান্ড তরঙ্গ নিলামের মাধ্যমে প্রদান এবং একই সাথে পূর্বে বরাদ্দকৃত তরঙ্গে টেকনোলজি নিউট্রালিটি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। কমিশনের সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে ২০১৮ সালে বাংলাদেশের টেলিডেনসিটি ৯২.৬৭% তে উন্নীত হয়েছে। মোবাইল ফোন অপারেটর ছাড়াও ব্রডব্যান্ড ওয়্যারলেস এক্সেস অপারেটর, স্যাটেলাইট টেলিভিশন, এফ এম রেডিও, কমিউনিটি রেডিও, ডিটিএইচ (ডাইরেক্ট টু হোম), সমুদ্রগামী জাহাজ, আকাশযান, ওয়াই-ফাই, প্রভৃতি নানামুখী সেবার জন্য কমিশন থেকে তরঙ্গ বরাদ্দ করা হয়েছে।

৩। কমিশনের তত্ত্বাবধানে ২০১৭ সালে বাংলাদেশের ২য় সাবমেরিন কেবল এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কম মূল্যে ইন্টারনেট সেবা বিস্তারকল্পে প্রতি এমবিপিএস ব্যান্ডউইথ এর মূল্য ৭২০০০ টাকার (২০০৮ সালের) স্থলে বর্তমানে ৬২৫ টাকা করা হয়েছে।

৪। গ্রাহক স্বার্থ রক্ষা এবং অপারেটরদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা বজায় রাখতে কমিশন নিয়মিতভাবে নীতিমালা প্রণয়ন ও সময়োপযোগীভাবে পর্যালোচনা করে থাকে। পাশাপাশি বিটিআরসি নতুন সেবা সৃজনও করে থাকে। কমিশন প্রদত্ত উল্লেখযোগ্য কিছু নীতিমালা ও সেবা নিম্নরূপঃ

আন্তর্জাতিক দূরপালার টেলিযোগাযোগ সেবা (ILDTS) নীতিমালা প্রণয়ন, সেন্ট্রাল বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন ও মনিটরিং প্ল্যাটফরম বাস্তবায়ন, মোবাইলে অভিন্ন কল রেট বাস্তবায়ন ও মোবাইল নাম্বার পোর্টাবিলিটি (MNP) সেবা চালু, ইন্টারনেট সেবার মূল্য নির্ধারণে Cost Modeling, সার্ভিস ও ট্যারিফ বিষয়ক নির্দেশনা ২০১৫ প্রণয়ন, ইন্টারনেট রুট জোন এ বাংলাভাষা, টেলিকমিউনিকেশন ভ্যালু এডেড সার্ভিস (TVAS) নীতিমালা প্রণয়ন, মোবাইল ফাইন্যানশিয়াল সার্ভিস এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি, সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল (SOF) নীতিমালা ও ব্যবস্থাপনা, 'স্থানীয়ভাবে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট সংযোজন ও উৎপাদনের কারখানা স্থাপন'- নামক একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন, NEIR (National Equipment Identity Register) স্থাপন, IMEI (International Mobile Equipment Identity) তৈরি ও সংরক্ষণ, টেলিকম মনিটরিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা, Interactive GIS Map তৈরি, Data Information System (DIS) চালু, কোয়ালিটি অব সার্ভিস নীতিমালা প্রণয়ন, প্রভৃতি।

৫। নীতিমালার ব্যত্যয় ঘটিয়ে ব্যবসা পরিচালনা ও সংশ্লিষ্ট অপরাধ দমনে কমিশন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সহায়তা করে থাকে। 'স্ট্রেংদেনিং দি রেগুলেটরি ক্যাপাসিটি অব বিটিআরসি'- শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, রংপুর ও বগুড়ায় ০৬ টি ফিক্সড মনিটরিং ষ্টেশন স্থাপন করেছে। এছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় ০৫ টি মোবাইল মনিটরিং ষ্টেশন ও ০১ টি পোর্টেবল মনিটরিং ষ্টেশন ক্রয় করা হয়েছে। সাইবার এবং ইন্টারনেট ভিত্তিক অপরাধ প্রতিহত করার নিমিত্ত বিটিআরসি'তে Bangladesh Computer Security Incident Response Team (BD-CSIRT) নামে একটি টীম গঠন করা হয়, যার মাধ্যমে ইন্টারনেট ভিত্তিক অপরাধ দমনে সহায়তা করা সম্ভব হচ্ছে। অবৈধ কল টার্মিনেশন প্রতিরোধে সীমবক্স ডিটেকশন সিস্টেম, সেল্ফ রেগুলেশন পদ্ধতির পাশাপাশি ভিওআইপি (VoIP) স্থাপনা সনাক্তকরণে কমিশনের তত্ত্বাবধানে নিয়মিতভাবে অভিযান পরিচালনা করা হয়ে থাকে। সর্বপোরি, গ্রাহক অভিযোগ/পরামর্শ ব্যবস্থাপনার জন্য কমিশন থেকে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে ১০০ তে কল করে যেকোন গ্রাহক কমিশনে অভিযোগ করতে পারেন। দেশের টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়নে বিটিআরসি সদাসর্বদা আন্তরিক।

বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তর

মহাজোট সরকার ২০০৯ সালে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তর সর্বস্তরে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৫ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে ইএমএস এর ক্ষেত্রে ট্র্যাক অ্যান্ড ট্রেসিং পদ্ধতি চালু করা হয়। ৩০ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে আন্তর্জাতিক চিঠি-পত্রের ক্ষেত্রে অনলাইন ইনকোয়ারি সিস্টেম (রাগবি) চালু করা হয়। ৯ জুন ২০০৯ তারিখে ইন্টারনেট বেইজড অনলাইন ইনকোয়ারি সিস্টেম (আইবিআইএস) চালু করা হয়। ১ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে গ্লোবাল মনিটরিং সিস্টেম (জিএমএস) চালু করা হয়। বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তর ১৮৯৮ সালের "দি পোস্ট অফিস অ্যাক্ট" দ্বারা পরিচালিত। মহাজোট সরকার ২০১০ সালের ২৮ জানুয়ারি ১৮৯৮ সালের "দি পোস্ট অফিস অ্যাক্ট" এর অধিকতর সংশোধনকল্পে "দি পোস্ট অফিস (এমেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০১০" জারি করেন। এ সংশোধিত আইনের ফলে সনাতনী ডাক সেবা থেকে বেরিয়ে ডিজিটাল সেবা প্রদানের দ্বার উন্মোচিত হয় এবং এর ফলে তথ্যপ্রযুক্তির মহাসড়কে বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তরের পথচলা সুগম হয়।

ডাক অধিদপ্তর ২০১০ সালে পোস্টাল ক্যাশ কার্ড এবং ইএমটিএস (ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সার্ভিস) প্রবর্তন করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৬ মার্চ ২০১০ তারিখে ইএমটিএস ও পোস্টাল ক্যাশ কার্ড সার্ভিস দুটির শুভ উদ্বোধন করেন।

বর্তমানে ৮,৫০০টি ডাকঘরে ইএমটিএস ও পোস্টাল ক্যাশ কার্ড সার্ভিস চালু করা হয়েছে।

২০১২ সালের সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এবং পোস্ট অফিস কো-ব্রান্ডেড এটিএম বুথ এর কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে ঢাকা শহরে এটিএম বুথের সংখ্যা ২০টি।

ডাক সার্ভিস উন্নয়নের পদক্ষেপ হিসেবে "ডাক পরিবহণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ" প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। মোট প্রকল্প ব্যয় ৭৮.৩৩ কোটি টাকা।

'ডাক পরিবহণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত মেইল গাড়ি প্রকল্পের আওতায় মোট ১১৮টি গাড়ি ক্রয় করা হয়েছে।

"বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১)ঃ রূপকল্প ২০২১ বাস্তবে রূপায়ন"-এ ডাক সেবা উন্নয়নে ৮৫০০টি ডাকঘরকে পোস্ট ই-সেন্টারে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

"ডাক অধিদপ্তরের সদর দপ্তর নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ভবন নির্মাণের সার্বিক কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে।

তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীণ ডাকঘর নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ১৮৬৩টি ডাকঘরকে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীণ ডাকঘরে রূপান্তর করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫৯০টি ডাকঘরের ভবন নতুন করে নির্মাণ কাজ এবং ১২৭৩টি ডাকঘরের মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

ঢাকা শহরে ডাক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে।

ই-কর্মাস সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)

অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে অগ্রসরমান টেলিকম ও তথ্যপ্রযুক্তির অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। দেশের একমাত্র পাবলিক টেলিকম সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিটিসিএল তার সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বাধুনিক টেলিকম সেবা প্রদানে সচেষ্ট। সরকারের বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি/সিদ্ধান্ত/নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আইটি ও ডিজিটাল কার্যক্রম সম্পর্কিত বর্তমান সরকারের "ডিজিটাল বাংলাদেশ" এবং "Vision-2021"এর অংশ হিসেবে গ্রামীণ এলাকা পর্যন্ত অত্যাধুনিক টেলিকম সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিটিসিএল কাজ করে যাচ্ছে।

- উপজেলা গ্রোথ সেন্টারে ডিজিটাল টেলিফোন স্থাপন প্রকল্প।
- আইএলডিটিএস-২০০৭ পলিসি বাস্তবায়ন প্রকল্প।
- টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প।
- উপজেলা পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প।
- কল সেন্টার স্থাপন।
- ১০০টি ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন প্রকল্প।
- ঢাকা শহরের পুরাতন ডিজিটাল টেলিফোন সিস্টেম প্রতিস্থাপন (১৭১ কে এল) প্রকল্প।
- ১০০০টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার উন্নয়ন প্রকল্প।
- ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন (4G, LTE) প্রকল্প।
- ইন্টারনেট ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ইনফোবাহন) প্রকল্প।
- "Modernization of Telecommunication Network for Digital Connectivity" প্রকল্প।
- "Replacement of Old Digital Telephone System of Dhaka City Project: Phase II" প্রকল্প।
- Installation of High Capacity DWDM Optical Fiber Transmission Network to connect Kuakata, Benapole and Akhaura।

বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানী লিমিটেড (বিএসসিসিএল)

বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানী লিমিটেড (বিএসসিসিএল) ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীনে একটি সরকারি কোম্পানি যা বাংলাদেশের সাবমেরিন ক্যাবল এর চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করছে এবং বাংলাদেশকে International Super highway-র সাথে সংযুক্ত রেখেছে। ডাটা ও ভয়েস আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সমুদ্র গর্ভে ক্যাবল দিয়ে অতি দ্রুততার সাথে এবং সহজ পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। এর পূর্বে বৈদেশিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্যাটেলাইট সিস্টেম ব্যবহৃত হতো।

১। ইন্টারনেটের ব্যয় হ্রাস করার লক্ষ্যে সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের ফলশ্রুতিতে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের মূল্য জনগণের ক্রয়সীমার মধ্যে এসেছে এবং দেশে ইন্টারনেটের প্রসার বৃদ্ধি, ডিজিটাল ডিভাইজ হ্রাস এবং আইটিভিত্তিক সার্ভিসের বিকাশ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। নতুন ট্যারিফ অনুযায়ী আইআইজির জন্য ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ এর মূল্য ঢাকায় মেগাবিট প্রতি সর্বোচ্চ ৫০৯ টাকা ও সর্বনিম্ন ৪২৯ টাকা এবং আইএসপির জন্য সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা ও সর্বনিম্ন ৪৭০ টাকা ধার্য করা হয়। তাছাড়া আইপিএলসি সার্কিটের মূল্য ১০ জিবিপিএস লেভেলে মেগাবিট প্রতি প্রায় ৩০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

২। দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল চালুর পর দেশের মোট ব্যান্ডউইডথ সক্ষমতার পরিমান দাঁড়িয়েছে ১৮০০ জিবিপিএস।

৩। সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেমের Redundancz নিশ্চিতকল্পে দ্বিতীয় একটি সাবমেরিন ক্যাবল লিংক নির্মাণের পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭-এ দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল কনসোর্টিয়ামের (SMW-5) সাথে যুক্ত হয়েছে।

৪। বর্তমান সরকারের সময় অর্থাৎ ২০০৯ সাল থেকে পরবর্তী দশ বছরে সাবমেরিন ক্যাবল ব্যান্ডউইডথের ব্যবহার ৭.৫ জিবিপিএস হতে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৫৫৫ জিবিপিএস দাঁড়িয়েছে।

৫। গত দশ বছরে দেশে ব্যান্ডউইডথের ব্যবহার ৭.৫ জিবিপিএস হতে বেড়ে প্রায় ৮০০ জিবিপিএস-এ উন্নীত হয়েছে, যার প্রায় ৭০% বিএসসিসিএল সরবরাহ করছে।

৬। আইআইজি নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার ও ডাটা সেন্টার এবং সাবমেরিন ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশন অপারেশন সেন্টার 24×7 ভিত্তিতে চালু রয়েছে।

৭। সাবমেরিন ক্যাবলের উদ্বৃত্ত ব্যান্ডউইডথ আন্তর্জাতিক বাজারে লিজ প্রদান করা হচ্ছে।

৮। ২০০৮ সালে কার্যক্রম শুরুর সময়ে বিএসসিসিএল এর রাজস্ব আয় ৪৩.৫৯ কোটি টাকা থাকলেও ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বিএসসিসিএল প্রায় ১৪০ কোটি টাকা রাজস্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

৯। বিভাগীয় বিভিন্ন শহরে রাউটার ও সুইচ ইত্যাদি ইকুইপমেন্ট স্থাপনের মাধ্যমে নতুন চড়চ সৃষ্টি করে সাবমেরিন ক্যাবল থেকে প্রাপ্ত ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিতরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

১০। পাবলিক সেক্টরে আর্থিকভাবে সফল সংস্থাসমূহের মধ্যে বিএসসিসিএল নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের সকল শর্ত পূরণ করে টেলিযোগাযোগ সেক্টরে একমাত্র সরকারী কোম্পানী হিসেবে বিএসসিসিএল সাফল্যের সঙ্গে শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত হয়েছে।

বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড, খুলনা

বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড, খুলনা সরকারের ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ নিয়ন্ত্রিত একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান। ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭২ সাল থেকে বাণিজ্যিকভাবে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন টেলিযোগাযোগ কপার ক্যাবল ও ওয়্যার উৎপাদন করে দেশের ১০০% চাহিদা পূরণ করে আসছে। অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল-এর ক্রমবর্ধমান ব্যাপক চাহিদার কথা বিবেচনা করে অত্র প্রতিষ্ঠানে ২০১১ সালে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়। HDPE Silicon Duct-এর ব্যাপক চাহিদার কথা বিবেচনা করে ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে HDPE Silicon Duct তৈরীর প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়। উৎপাদন বহুমূখীকরণে প্রায় ২৪.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর, সার্ভিস ড্রপ ক্যাবল ও বেয়ার/ইনস্যুলেটেড ওয়্যার তৈরীর প্ল্যান্ট স্থাপন কার্যক্রম চলছে। জানুয়ারী-২০১৯ থেকে প্ল্যান্টটি চালু করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

১০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০১১ সালে বার্ষিক ৫,৫০০ কিলোমিটার উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল (OFC) প্ল্যান্ট স্থাপন।

২০১৪ সালে প্ল্যান্টের ক্যাবল উৎপাদন ক্ষমতা ৬,৫০০ কিলোমিটারে উন্নীত করতে ২.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি নতুন সিথিং লাইন মেশিন সংযোজন।

২০১৬ সালে ক্যাবল উৎপাদন ক্ষমতা ৭,০০০ কিলোমিটারে উন্নীত করতে ১.৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে আরও একটি নতুন সেকেন্ডারি কোটিং লাইন মেশিন স্থাপন।

২০১৭ সালে প্ল্যান্টের বার্ষিক ক্যাবল উৎপাদন ৮,০০০ কিলোমটারে উন্নীতকরণে ২.০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি নতুন এস-জেড স্ট্র্যান্ডিং লাইন মেশিন সংযোজন।

২০১৬ সালে ১.৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশীয় চাহিদা বিবেচনায় বার্ষিক ১,২০০ কিলোমিটার ক্যাবল উৎপাদন ক্ষমতার HDPE Silicon Duct তৈরীর প্ল্যান্ট স্থাপন।

প্ল্যান্টের ক্যাবল উৎপাদন ২,৫০০ কিলোমিটারে উন্নীত করতে ১.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে আরও ১(এক)টি নতুন মেশিন সংযোজনের উদ্যোগ গ্রহণ (বিঃদ্রঃ- চীনা প্রতিষ্ঠান মেশিন তৈরীর কাজ শেষ করেছে এবং ডিসেম্বর-২০১৮ এর মধ্যে মেশিনটি চালু হবে)।

প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বহুমূখীকরণে প্রায় ২৪.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বার্ষিক ৬০০ মেট্রিক টন (গড়ে ১,৮০০ কিলোমিটার) উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর, সার্ভিস ড্রপ ক্যাবল ও বেয়ার/ইনস্যুলেটেড ওয়্যার তৈরীর প্ল্যান্ট স্থাপন কার্যক্রম (প্রকল্পের প্রয়োজনীয় মেশিনারীজ, আনুষাঙ্গিক মালামাল সেপ্টেম্বর-২০১৮ এর মধ্যে ভারত থেকে জাহাজীকরণ এবং জানুয়ারি-২০১৯ হতে প্ল্যান্টটি চালু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে)। তৈরীকৃত নতুন মেশিনের অংশবিশেষ চিত্র দেখানো হয়েছে।

২০০৯ হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত অত্র প্রতিষ্ঠানে ১১৭ জন স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারী ও ৩৬ জন আউটসোর্সিং কর্মীর কর্মসংস্থান।

২০০৯ হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত শুল্ক, ভ্যাট, আয়কর ইত্যাদি খাতে সর্বমোট প্রায় ১৮১.০১ কোটি টাকার রাজস্ব পরিশোধ।

টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে ২০০৯ হতে এ যাবত ২৭,৭৬৬ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ও ১,৬১৫ কিলোমিটার ডাক্ট সরবরাহ।

টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

বর্তমান সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে রাষ্ট্রীয় মোবাইল কোম্পানি টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। বিগত ১০ বছরে টেলিটকের অর্জিত উল্লেখযোগ্য সফলতাসমূহ:

- SMS এর মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়া চালু করা ঃ বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল এবং কলেজ সমূহে ভর্তির জন্য SMS এর মাধ্যমে ভর্তির যে প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে টেলিটক তার গর্বিত অংশীদার।
- SMS ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা ঃ টেলিটক SMS ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভূক্ত কলেজসমূহ, পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল এবং বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফর প্রকাশ করে থাকে।
- চাকুরি আবেদনের জন্য অনলাইনে আবেদন পত্র পূরণ এবং ফি পরিশোধ প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। আবেদন গ্রহণ করা এবং SMS এর মাধ্যমে ফি গ্রহণ করা ছাড়াও টেলিটকের মাধ্যমে অনলাইনে প্রবেশপত্র বিতরণ করা হয়।
- অনলাইনে বিল পেমেন্ট প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুৎতায়ন বোর্ড-এর ৮০টি সমিতির গ্রাহক বিল পরিশোধের কার্যক্রম টেলিটক পরিচালনা করছে। এই সুবিধার ফলে বিদ্যুৎতায়ন বোর্ডে- এর গ্রাহকগণ দীর্ঘ ব্যাংকিং লাইন এড়িয়ে সহজেই তাদের বিল জমা দিতে পারছেন।
- Disaster Management: Call Broadcast এর মাধ্যমে সিরাজগঞ্জ এবং কক্সবাজার জেলায় Disaster Management Bureau এর পাইলট প্রকল্পের আওতায় দুর্যোগের আগাম বার্তা প্রচার করা হয়। এই আগাম বার্তা পেয়ে মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে পারছে এবং প্রাণহানির আশংকা অনেকাংশে কমে গেছে।
- Digital PURGE Management: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে A2i (Access to Information) কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও সার্বিক সহায়তা ডিজিটাল পদ্ধতিতে আখ ক্রয়ের লক্ষ্যে বিএসএফআইসি এর উদ্যোগে ২০০৯-১০ মাড়াই মৌসুমে ফরিদপুর ও মোবারকগঞ্জ চিনি কলে 'ডিজিটাল পুর্জি ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক পাইলট প্রকল্প গ্রহণ ও সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করা হয়। SMS এর মাধ্যমে এখনও আখ চাষীদের নিকট পুর্জি ইস্যু করা হয়।
- টেলিটক বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ২০১২ সালে 3G মোবাইল সেবা চালু করে। টেলিটক সবচেয়ে সাশ্রয়ী মূল্যে মোবাইল ইন্টারনেট সেবা দেশের মানুষকে প্রদান করছে।
- নারীর ক্ষমতায়ন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারীদের জন্য টেলিটক 'অপরাজিতা' নামক একটি বিশেষ প্যাকেজ (বিনামূল্যে) চালু করে।
- প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তির পেমেন্ট ডিজিটালাইজেশনের জন্য উপবৃত্তিভোগী শিক্ষার্থীদের মায়েদের জন্য টেলিটকের বিশেষ প্যাকেজ 'মায়ের হাসি' প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।
- SSC পরীক্ষায় জিপিএ ৫.০০ প্রাপ্ত কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য টেলিটকের বিশেষ প্যাকেজ 'আগামী' সিম সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
- এছাড়াও কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য টেলিটকের বিশেষ প্যাকেজ বর্ণমালা বাজারে ছাড়া হয়।
- টেলিটকই সর্বপ্রথম দেশের প্রত্যন্ত এবং দুর্গম অঞ্চলে (যেমন: সুন্দরবন, পার্বত্য চট্টগ্রাম) নেটওয়ার্ক স্থাপনের মাধ্যমে উক্ত এলাকার জনসাধারণকে মোবাইলে কথা বলার সুযোগ করে দেয়।

টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টেশিস)

টেলিফোন শিল্প সংস্থা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দোয়েল ল্যাপটপ, ডিজিটাল পিএবিএক্স, ডিজিটাল টেলিফোন সেট, ডিজিটাল এনার্জি মিটার, মোবাইল ব্যাটারী ও চার্জার টঙ্গীস্থ টেশিস প্রধান কার্যালয় সহ ঢাকা ও খুলনা বিক্রয় কেন্দ্রসমূহ থেকে গ্রাহকদের কাছে বিক্রয় করা হচ্ছে এবং গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং তা পর্যায়ক্রমে সকল বিভাগীয় শহরে চালু করা হচ্ছে।

ডিজিটাল কলার আইডি টেলিফোন সেট ঃ

১৭ টি মডেলের ৫১,০০০ (একান্ন হাজার) টেলিফোন সেট উৎপাদন করা হয়েছে এবং ৪৯,৪০০ টি বিভিন্ন মডেলের টেলিফোন সেট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা হয়েছে।

দোয়েল ল্যাপটপ ঃ

দোয়েল ল্যাপটপ বাংলাদেশের প্রথম সংযোজিত ল্যাপটপ যা ২০১১ সালে যাত্রা শুরু করে। স্বল্প মূল্যে দেশের জনগনের কাছে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ল্যাপটপ পৌছে দেয়ার জন্য টেশিস কাজ করে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কোর আই ৫ ও কোর আই ৭ ৬ষ্ঠ জেনারেশন এর ল্যাপটপ বাজারে ছাড়া হয়েছে। ৪ টি নেটবুক ও ৫ টি ল্যাপটপ, মোট ৯ টি মডেলের ৬৮,০০০ ল্যাপটপ সংযোজন করে ৬৪,৬০০ ল্যাপটপ দেশের ১৪ টি বিক্রয় ও সেবা কেন্দ্র হতে বিক্রয় ও সরবরাহ করা হয়েছে।

ডিজিটাল পি এ বি এক্স ঃ

২০০৯-২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় বাংলাদেশ ব্যাংক সহ মোট ৮৬ টি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন রেঞ্জ এর ডিজিটাল পিএবিএক্স প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

ডিজিটাল ইলেকট্রিক মিটার ঃ

ডেসকোর চাহিদা অনুযায়ী ডিজিটাল Smart এনার্জি মিটার উৎপাদন ও সংযোজন করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ সেক্টরের ইউনিফায়েড প্রি-পেইড মিটারিং সিষ্টেম সফটওয়্যারের সাথে টেশিস মিটারের ইন্টারফেসিং সাফল্যের সাথে সম্পাদিত হয়েছে, যা বিদ্যুৎ সেক্টরে একটি মাইলফলক হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। সিঙ্গেল ফেস ও থ্রি ফেস এর মোট ২,৯০,০০০ টি Smart মিটার সংযোজন ও সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে।

বিটিএস টাওয়ার ও মেইনটেনেন্স ফ্রি ঃ

১৩৭ টি ২-জি ও ৫২ টি ৩-জি প্রকল্পেপের আওতাধীন বিটিএস টাওয়ার এর কাজ সম্পন্ন করে টেলিটকের নিকট বিক্রয় ও সরবরাহ করা হয়েছে।

মোবাইল ব্যাটারী ও চার্জার ঃ

টেশিস বাজারের চাহিদা অনুযায়ী মোবাইল ব্যাটারী ও চার্জার উৎপাদন ও বিপণন করছে।

ONU 3G Tablet PC, Tablet PC ও 3G Smart Phone ইত্যাদি সংযোজন ও উৎপাদন ঃ

টেশিসের স্থাপনা ব্যবহার করে ওকে মোবাইল কর্তৃক মোবাইল সেট উৎপাদন চলমান আছে।

ONU (Optical Netwark Unit)ঃ

টেশিস বিটিসিএল এ সরবরাহ/স্থাপনের কাজ সমাপ্ত করেছে।

Finger Vain Machine, POS Machine ও Solar Panelঃ

টেশিস সংযোজিত Finger Vain Machine, POS Machine ও Solar Panel ডাক অধিদপ্তর কে সরবরাহ করা হয়েছে।

DWDM ঃ

বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল SEA-ME-WE-5 এর ল্যান্ডিং ষ্টেশন চালুর জন্য টেশিস ট্রান্সমিশন যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও স্থাপন করেছে।

বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের জুন মাসে বেতবুনিয়ায় উপগ্রহ-ভূ কেন্দ্র উদ্বোধনের সময় মহাকাশে দেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তারই সুযোগ্য কন্যা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনা "ডিজিটাল বাংলাদেশ" এর রূপকল্প বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে মহাকাশে বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের লক্ষ্য স্থির করেন।

পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টার নিবিড় তদারকী এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এর তত্ত্বাবধানে বিটিআরসির মাধ্যমে "Prepatory Function and Supervision in Launching a Communication and Broadcasting Satellite" শীর্ষক প্রস্তুতিমূলক প্রকল্প এবং "Bangabandhu Satellite Launching Project" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে গত ১২ মে ২০১৮ বাংলাদেশ সময় ভোররাত ২:১৪ মিনিট-এ দেশ ও জাতির বহুল প্রতীক্ষিত বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল হতে "স্পেস এক্স" এর মাধ্যমে মহাকাশে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ নির্মাণ করেছে ফ্রান্সের "থ্যালাস এলেনিয়া" নামক একটি স্যাটেলাইট নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এবং স্যাটেলাইটটি কক্ষপথে স্থাপনের জন্য রাশিয়ার "ইন্টার স্পুটনিক" থেকে স্লট লীজ নেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট -১ এর সফল উৎক্ষেপণের মাধ্যমে বাংলাদেশ হয়েছে স্যাটেলাইট ক্লাবের গর্বিত সদস্য।

স্যাটেলাইট পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও সেবা বিপণনসহ যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীনে "বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড" গঠন করা হয়।

ইতোমধ্যে স্যাটেলাইট পরিচালনার জন্য গাজীপুর ও বেতবুনিয়ায় অত্যাধুনিক সুবিধা সম্পন্ন ২ টি গ্রাউন্ড স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এ ৪০টি ট্রান্সপন্ডার রয়েছে যার মধ্যে ২০ টি দেশের অভ্যন্তরে ব্যবহৃত হবে এবং অবশিষ্ট ২০টি ট্রান্সপন্ডার বৈদেশিক ব্যবহারের জন্য ভাড়া/লীজ দেওয়া হবে। কোম্পানিতে নব নিয়োগকৃত দক্ষ জনবল বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও সেবা বিপণনের দায়িত্ব পালন করছেন।

Edited & Funded by: Post & Telecommunications Division and Its Sub-ordinate Organizations
concept, design & printing **adfair design & supply** 9553163 7117897 www.adfairbd.com